Released 7-6-1941

মহাকবি কালিদাসের

শকুন্তলা

M. RANJAN.

ইন্দ্র মুভিটোনের শ্রেষ্ঠ চিত্র নিবেদন

Released through

রায়সাহেব চন্দনমল ইন্দ্রকুমার

৩নং সিনাগগ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোনঃ বড়বাজার ৪৯৭।

ইন্দ্র মুভিটোন কলিকাতা

শিল্পী পরিচয়

শকুন্তলা	: : :	জ্যোৎস্না গুপ্তা
দুষ্মন্ত	: : :	ধীরাজ ভট্টাচার্য্য
মহর্ষি কণ্ব	: : :	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
বিদূষক	: : :	সত্য মুখার্জ্জী
বিশ্বামিত্র	: : :	জয়নারায়ণ মুখার্জ্জী
মেনকা	: : :	উমাতারা
জেলে	: : :	অহী সান্যাল
জেলেনী	: : :	মঞ্জু বসু
গোতমী	: : :	মনোরমা
রাণী হংসপদিকা	:	মায়া দত্ত
চণ্ডালিনী	: : :	পূর্ণিমা
শার্ঙ্গরব	: : :	সুশীল রায়
শারদ্বত	: : :	কার্ত্তিক রায়
উর্ব্বশী	: : :	গায়ত্রী রায়
ইন্দ্র	: : :	ফাল্গুনী ভট্টাচার্য্য
প্রিয়ম্বদা	: : :	সন্ধ্যা
অনসূয়া	: : :	মাধবী
বেত্রবতী	: : :	লাবণ্যদাস

ইন্দ্র মুভিটোন ষ্টুডিও
টালীগঞ্জ

—সংগঠনকারী—

চিত্র-নাট্য ও পরিচালনা :
জ্যোতিষ ব্যানার্জ্জী

সঙ্গীত পরিচালনা :
কৃষ্ণচন্দ্র দে

সংলাপ :
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

চিত্র-শিল্পী : অজয় কর
শব্দ যন্ত্রী : গৌর দাস
প্রচার-শিল্পী : অজিত সেন

রসায়নাগার অধ্যক্ষ :
ধীরেন দাশগুপ্ত

গীতিকার : মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, বটকৃষ্ণ বসু
কৃষ্ণধন দে এম-এ, অনিল বন্দোপাধ্যায়

স্থির-চিত্র : গোপাল চক্রবর্ত্তী
কারু শিল্পী : পাঁচুগোপাল দে
দৃশ্য-পরিকল্পনা : গোলাম নবী
সম্পাদনা : ধরমবীর সিং
ব্যবস্থাপনা : অমল বসু

মহর্ষি বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন। বিশ্বামিত্রের উদ্দেশ্য কি? ব্রহ্মত্ব, দেবত্ব, না ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব? দেবগণ মন্ত্রণা করলেন—ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বই যদি বিশ্বামিত্রের কাম্য হয়, তাঁর এ তপস্যায় বিঘ্ন ঘটান প্রয়োজন। তাই অপ্সরী শ্রেষ্ঠা মেনকাকে যথারীতি উপদেশ দিয়ে তাঁরা পাঠালেন মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কাছে।

মেনকা আপনার স্বভাবসুলভ নৃত্যে, গীতে, হাস্যে, লাস্যে, সম্মোহিত ক'রে ফেল্‌ল' মুনিবরকে। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ হ'ল। তিনি মেনকার রূপ-যৌবন দেখে ব্রহ্মচর্য্য জলাঞ্জলি দিলেন। ভুবনবিজয়িনী অপ্সরীশ্রেষ্ঠা মেনকার গর্ভে মহামুনির সাময়িক কাম-লালসায় জন্মগ্রহণ ক'রল, এক অনিন্দ-সুন্দরী সর্ব্ব-সুলক্ষণা কন্যা।

মহামুনি তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। অপ্সরী মেনকারও দেবকার্য সিদ্ধ হোল—সেই শিশুকন্যাকে বনমধ্যে পরিত্যাগ ক'রে তাঁরা উভয়ে চলে গেলেন।

দৈবক্রমে মহর্ষি কণ্ব সেই বনমধ্য দিয়ে ফিরছিলেন, অকস্মাৎ গভীর অরণ্যের ভিতর থেকে এক ক্ষুদ্র শিশুর কাতর ক্রন্দন মহর্ষির কানে এলো। মহর্ষি কণ্ব ক্রন্দনরত শিশুটীকে এক গাছতলায় পড়ে থাকতে দেখে পরম করুণায় তখন তাঁর অন্তর বিগলিত হল। তিনি সেই শিশুকন্যাকে যত্ন সহকারে বুকের মাঝে তুলে নিয়ে চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন—এই বনের মধ্যে কেউ আছ কি, এই শিশুর রক্ষক-রক্ষয়িতা—কেউ আছ কি!

পরিশেষে কারুর কোন কিছু সাড়া না পেয়ে মহর্ষি কণ্ব নিজ আশ্রমে নিয়ে গিয়ে প্রতিপালন করতে লাগলেন এবং তার নাম রাখলেন—"শকুন্তলা"

ষোল বৎসর কেটে গেল।

একদা হস্তিনাপুরের মহারাজা দুষ্মন্ত, তাঁর অনুচরগণ ও প্রিয়বয়স্য সহ মৃগয়ায় বেরিয়ে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমেরই নিকটবর্ত্তী বনমধ্যে একটী মৃগকে লক্ষ্য করে বান নিক্ষেপ করতে গেলে, বাধা পেলেন আগন্তুক দু'টী তাপসকুমারের দ্বারা। তাপস-কুমারেরা রাজাকে মৃগটী আশ্রমপালিতা বলে বধ করতে নিষেধ করলেন। দুষ্মন্ত নিরস্ত হলেন।

তারপর মহারাজ দুষ্মন্ত তাপসকুমারগণের অনুরোধে তপোবনে প্রবেশ করলেন। সেখানে মহাকবির অনবদ্য সৃষ্টি অসীম রূপ-লাবণ্যময়ী বল্কল-পরিহিতা আশ্রমকুমারী শকুন্তলাকে পুষ্প-কাননের সেবায় নিযুক্ত দেখতে পেলেন। শকুন্তলাও মুগ্ধ দৃষ্টিতে রাজোচিত বেশ-ভূষায় সজ্জিত বীর্যবান মহারাজ দুষ্মন্তের দিকে চেয়ে রইলেন। পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় হ'ল·····

তখন বসন্তকাল—বনে বনে ফুল ফুটেছিল—এঁদের মনে মনেও ফুল ফুটল। উভয়ে বিমুগ্ধ হ'লেন। পঞ্চশরও অলক্ষ্যে দু'জনের হৃদয়ে বিদ্ধ করলো·····

কুলপতি কণ্বও এই সময়ে তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। দুষ্মন্ত তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে শকুন্তলার সাথে পুনঃ পুনঃ গোপনে মিলিত হ'লেন। প্রথম দৃষ্টির মুগ্ধ আকুলতা ক্রমে প্রগাঢ় প্রেমে পরিণত হ'ল। প্রিয়ম্বদা বলে, "সখী শকুন্তলার সারা মনকে মহারাজা কি মায়ার জালেই জড়িয়ে ফেল্লেন!" অনসূয়া বলে "মায়া নয়, শকুন্তলার ছন্নছাড়ার জীবন মহারাজ নূতন আলোয় ভরিয়ে দিলেন।"

একরাত্রে গোপনে তাঁরা উভয়ে গন্ধর্বমতে বিবাহ করলেন। মৃগয়া করতে এসে দুষ্মন্ত লাভ করলো মৃগয়া লব্ধ এই তরুণী শকুন্তলাকে।

রাজার কাছে প্রেমের চেয়ে কর্ত্তব্য বড়। মহারাজ দুষ্মন্ত মৃগয়ান্তে রাজকার্য্য সাধনের জন্য রাজধানীতে প্রত্যাগমন করলেন। বিদায়কালে রাজা শকুন্তলার অঙ্গুলিতে পরিয়ে দিয়ে গেলেন প্রেমের নিদর্শনস্বরূপ স্বীয় অঙ্গুরী।

তারপর বিরহকাতরা শকুন্তলা,—তাঁর পুষ্পকানন, হরিণ শিশু সব ভুলে স্বামীর চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকেন। অনসূয়া প্রিয়ম্বদা তাঁদের প্রিয়সখী শকুন্তলাকে সান্ত্বনা দেয়। এমনি করে দিন যায়।

সেদিন মহামুনি কোপনস্বভাব দুর্ব্বাসা কণ্বের আশ্রমে উপস্থিত হ'য়ে শকুন্তলার কাছে আতিথ্য প্রার্থনা করলেন, কিন্তু শকুন্তলা তখন তাঁর প্রিয়তমের চিন্তায় তন্ময়া থাকায় মুনির প্রার্থনা শুনতে পেলেন না। দুর্ব্বাসা অভ্যর্থনার ত্রুটী দেখে কুপিত হয়ে শকুন্তলাকে অভিশাপ দিলেন—"যা'র চিন্তায় বিভোর হয়ে তুই আমার মত অতিথিকে অপমান করলি—সে যেন তোকে ভুলে যায়।"

দুর্ব্বাসা উচ্চকণ্ঠে এই নিদারুণ অভিশাপ অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা শুনতে পেয়ে মুনির চরণে আশ্রয় নিল। মুনি তা'দের বিনয়ে পরিতৃপ্ত হ'য়ে

বললেন—"আমার অভিশাপ মিথ্যা হবেনা—তবে যদি কোন অভিজ্ঞান দেখাতে পারে, তা'হলে এই বালিকার লুপ্ত স্মৃতি তার প্রিয়জনের মনে উদয় হবে"—এই বলিয়া দুর্ব্বাসা চলে গেলেন।

এদিকে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করে মহারাজা দুষ্মন্ত কোন্ কৌশলে শকুন্তলাকে নিজ অন্তঃপুরে পেতে পারেন এই চিন্তাই করেন। কিন্তু এক নূতন কৌশল আরম্ভ করবার অর্দ্ধপথেই তাঁ'র শকুন্তলার স্মৃতি লুপ্ত হয়ে যায়। রাজা তাঁর বিস্মৃত স্মৃতি নিয়ে কেমন যেন অন্যমনা হয়ে দিন যাপন করতে লাগলেন।

ওদিকে বহু তীর্থ পরিভ্রমণ করে মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে প্রত্যাগমন করলেন। তিনি শকুন্তলা ও মহারাজ দুষ্মন্তের গন্ধর্ব্বমতে বিবাহ ও তার ফলে শকুন্তলার সন্তান সম্ভবা হবার কথা জানতে পেরে শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করাই উচিত বিবেচনা করলেন। যথাসময়ে কণ্বের ভগিনী গৌতমী আর শিষ্যদ্বয় শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত শকুন্তলাকে সাথে নিয়ে হস্তিনাপুর যাত্রা করলেন। যাত্রাকালে মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলাকে অনেক মূল্যবান উপদেশ দিলেন।

গৌতমী, শকুন্তলা ও শিষ্যদ্বয় হস্তিনাপুরে উপস্থিত হয়ে মহারাজ দুষ্মন্তের সাক্ষাৎপ্রার্থী হ'লেন। মহারাজ দুষ্মন্ত আশ্রমীদের সাথে সাক্ষাৎ করে শকুন্তলার পত্নীত্ব অস্বীকার করলেন। গৌতমী, শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত অনেক চেষ্টা করেও রাজাকে

কিছুতেই শকুন্তলার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারলেন না। রাজা শেষে কোন অভিজ্ঞান আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় শকুন্তলা আপন হস্তের অঙ্গুরী দেখাতে গিয়ে দেখলেন যে অঙ্গুরীটি হারিয়ে গেছে। রাজা শকুন্তলাকে উপহাস করলেন। গৌতমী শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত শকুন্তলাকে সভায় পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। রাজা তাঁদের উপেক্ষা করলেন কিন্তু তাঁর বিস্মৃত স্মৃতির মাঝে স্বপ্নের মত কি যেন মনে পড়তে লাগল। তিনি চঞ্চলচিত্তে দিন যাপন করতে লাগলেন।

এমন সময় একদিন এক জেলে নদীতে জাল ফেলে দেখল যে তা'র জালে আবদ্ধ হয়েছে একটি প্রকাণ্ড রুই মাছ। তা'র স্ত্রী যখন সেই মাছটী কাটতে গেল তখন তা'র পেট থেকে পেল এক অদ্ভুত উজ্জ্বল অঙ্গুরী। এখন অঙ্গুরীটি নিয়ে বাঁধল কলহ—কার প্রাপ্য? তারা এল রাজ বাটীতে বিচারের জন্য, কিন্তু রাজনামাঙ্কিত অঙ্গুরীটি দেখে নগরপাল তা'দের বন্দীশালায় প্রেরণ করে অঙ্গুরী রাজসমীপে পৌছে দিল। এদিকে পরিত্যক্তা শকুন্তলাকে রাজপুরোহিত সন্তান

প্রসব হওয়া পর্য্যন্ত আপন গৃহে স্থান দিতে চাইলেন—কিন্তু পথি-মধ্যে সহসা কোথা হ'তে মেনকা এসে শকুন্তলাকে নিয়ে অন্তর্হিতা হলেন।

মহারাজ দুষ্মন্ত অভিজ্ঞান অঙ্গুরীটি দেখা মাত্র চিনতে পারলেন। হরিষে বিষাদ উপস্থিত হ'ল। তিনি বুঝতে পারলেন যে আপন প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা শকুন্তলাকে উপহাস ক'রে বিদায় দিয়াছেন। তিনি তখনি স্বয়ং শকুন্তলার সন্ধানে যেতে চাইলেন—কিন্তু শকুন্তলা তখন কোথায়? পুনরায় ব্যথা ও বিরহে মহারাজের দিন কাটতে লাগল। এদিকে মহর্ষি কশ্যপের আশ্রমে শকুন্তলা দেবশিশুর মত এক পুত্র-সন্তান প্রসব ক'রল। কিন্তু তখনও বেচারী অন্তর্দ্বন্দ্বে খুবই নিপীড়িতা। সে বলে — "প্রেম স্বর্গের সামগ্রী—স্বর্গরাজ্যের অনন্ত প্রেমের কাছে মর্ত্তের কলুষিত প্রেমের কোনই মূল্য হয় না। মর্ত্তের নরনারী কামনার আবিলতার মাঝে প্রেমকে হারিয়ে ফেলে।"

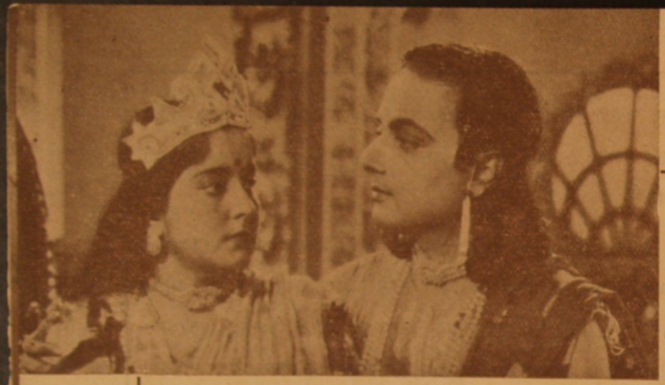

জননী মেনকা তা'কে সান্ত্বনা দেন — "স্বর্গের প্রেমের তুলনায় মর্ত্তের প্রেমও তুচ্ছ নয়। স্বর্গের প্রেম চির-মিলনের, কিন্তু মানুষের প্রেম ব্যথার দান — বিরহের আকুলতার মধ্যে তা'র জন্ম। তাই কামনার ফুলচন্দনে সে পূজা করে মানুষের অন্তর দেবতার — প্রেমের পূজার অভিনয়ে। আর — বিলিয়ে দেয় তা'র কাছে, আপনার যা কিছু সব — তা'কে ধ্যান করে আমরণ!"

কিছু দিন পরে মহারাজা দুষ্মন্ত দেবাসুর সংগ্রামে সাহায্য করবার জন্যে আমন্ত্রিত হলেন স্বর্গে। তিনি অসুরদের পরাজিত করে দেবরথে চড়ে ইন্দ্রসারথি মাতলির সঙ্গে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় কশ্যপ মুনির আশ্রমে অবতরণ করলেন। রাজা আশ্রমপথে অগ্রসর হয়ে দেখতে পেলেন এক দিব্যকান্তি পঞ্চম-বর্ষীয় বালক একটি সিংহ শিশু নিয়ে খেলা করছে। শিশুকে দেখে রাজার মনে স্নেহ জেগে উঠল। পরে তিনি বুঝতে পারলেন যে শিশুটী তাঁ'রই পুত্র যখন তিনি দেখতে পেলেন সেই শিশুর গর্ভধারিণীকে। তাঁ'র মনে পড়'ল বহুদিন পূর্ব্বে নিভৃতকুঞ্জে কুশকুন্তলার সাথে তাঁর বিলাসলীলা। আত্মহারা হ'য়ে পড়লেন তিনি।

প্রেমের জয় হ'ল। এই জয়ই এঁকে রেখে গেল তা'র চিহ্ন অনন্তকাল ধ'রে সকল তরুণ-তরুণীর প্রেমবিহ্বল অন্তরে।

তারপর········?

ইন্দ্র মুভিটোনের শ্রেষ্ঠচিত্র নিবেদন
মহাকবি কালিদাসের

(এক)

কাঁপন লাগে

ফুলধনু টঙ্কারে তনুমন ঝঙ্কারে
গোধূলি কপোল রাঙা রক্তিমরাগে।
নিলাজ বনানী মেলে যৌবন ফুলডালি,
মাতাল মলয় মিলে মাতামাতি করে খালি;
গগনে পবনে হোলি পুষ্প-পরাগে।
ব্যথায় শিহরি' ওঠে নিখিলের প্রিয় হিয়া,
প্রিয়ারে সে ধরি' বুকে কেঁদে মরে কই প্রিয়া,
অঙ্গের সীমানায় অনঙ্গ জাগে।

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

(দুই)

বুকের মালায় ফুটল কমল মদির নেশায় গো,
যৌবনেরি স্বপন কাঁপে অধীর তৃষ্ণায় গো।
রূপসায়রের ঢেউয়ের তালে,
মোহন বেণু কে বাজালে;
কোন বঁয়া অধরে তা'র অধর মিশায় গো।

কৃষ্ণধন দে—এম, এ,

সঙ্গীতাংশ

(তিন)

আমার পরশনে—
লাগলো দোলা বকুল বনে।
পলাশ চাঁপা মেললো আঁখি
কোয়েল শ্যামা উঠলো ডাকি',
পথিক আমি, এলাম যে তাই
দখিন হাওয়ার সনে,
গন্ধে উতল শ্যামল ধরা
মদির সমীরণে।

অনিল বন্দোপাধ্যায়

(চার)

বেদনাটী মোর সুরে গাঁথি প্রিয়
তোমারে শোনাব গান
কাঁপে যদি স্বর ক্ষমিও ক্ষমিও
চোখে যদি বহে বাণ।
জীবনে আমার সুখের যামিনী
তোমার হাসিটী মাখা,
দুখের বাদল আঁধারে তোমার
বিরহ বিজুরী আঁকা—
নিয়েছ আমার প্রণামের ফুল
ঢেলে দেবো পায়ে দোষ-ত্রুটী-ভুল,
পান করিয়াছি আদর-অমিয়
পাই, পাব অপমান।

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

(পাঁচ)

চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর পাহিমাম্
চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর রক্ষমাম্
রত্নসানুশরাসনং রজতাদ্রিশৃঙ্গনিকেতনম্
সিঞ্জিনীকৃত পন্নগশ্বরমম্বুজাসন নায়কম্
ক্ষিপ্রদগ্ধপুরত্রয়ং ত্রিদিবালৈরভিবন্দিতম্
চন্দ্রশেখরমাশ্রয়ে মম কিং করিষ্যতি বৈ যমঃ

শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য

(ছয়)

বাতাস কাঁদে বাঁধনহারা
ডুবছে শশী নিভছে তারা
আঁধার পানে কিসের টানে
ছোটে রে মন কোন পিপাসায়।
পথের ধূলায় কে যায় রাখি'
কাহার করুণ বেদন ঢাকি,'
সব হারান গানের সুরে
দু'ফোঁটা কা'র নয়ন ধারায়।

কৃষ্ণধন দে—এম, এ,

(সাত)

স্বাগত কুলপতি কণ্ব
তব পুনরাগমনে তপোবন ধন্য।
সাধন পথ দুস্তারে
কে লয়ে যাবে সিদ্ধির পারে,
কর্ণধার তুমি লহ আপনার হাতে
সাধন নৌকার কর্ণ।
তোমার চরণারবৃন্দে,
প্রণত তাপসবিন্দে,
আনন্দে গাহে জয়
বিঘ্ন, শঙ্কা, ভয়
গণে আজি তুচ্ছ, নগণ্য।

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

(আট)

রাতের জোছনা বুঝি প্রভাতে
কুসুম হয়
ফুলদলে হিমকণা হাসি হয়ে
ফুটে রয়।
সে ফুলে গাঁথিয়া মালা,
ভরিয়া তুলিনু ডালা,
পরাণ কহিছে ডাকি সে মালা
আমার নয়।

কৃষ্ণধন দে—এম, এ,

(নয়)

লাগলো দোলা, দোলা লাগলো
আজ বনে বনে
কোন অতিথির আগমনে।
কৃষ্ণচূড়ার ঘুম ভেঙেছে
কার সে মধুর পরশনে।
পলাশ তরুর শাখে শাখে
কোকিল যে ঐ লুকিয়ে ডাকে,
কোন পথিকের সাড়া পেয়ে,
পুলক লাগে কুঞ্জবনে।

অনিল বন্দোপাধ্যায়

(দশ)

পুঃ—সুন্দরী লো সুন্দরী।
ও তোর কাজল আঁখির কূলে কূলে
কি সুর ওঠে গুঞ্জরি।
কোন শিকারীর মেয়ে ওরে
বেড়াস্ রে এই নদীর চরে
মদনজয়ী মৃত্যুবাণে
শ্যামল তনুর তূণ ভরি।
স্ত্রী—এই মালিনী নদীর'পরে, আসি গো তা অভিসারে
এই বনের মেয়ের মন নিয়ে যে, উধাও হ'ল গুণ করি।
পুঃ—আয়রে ওরে বনের পাখী
তোরে প্রাণের পিঞ্জরে রাখি,
উভয়ে—মোদের প্রেমে উঠুক ফুটে, পারিজাতের মঞ্জরি।

বটকৃষ্ণ বসু

ইন্দ্র মুভিটোনের আগামী চিত্র আকর্ষণ

শ্রীরাধা

ভূমিকায় :

মলিনা, রাণীবালা, সুশীল রায়.
অহি সান্যাল জহর গাঙ্গুলী, নিভাননী

পরিচালনা : হরি ভঞ্জ

ব্রাহ্মণ-কন্যা

সম্পূর্ণ নূতন ধরণের চিত্রনাট্য এবং
নূতন নায়ক-নায়িকার দ্বারা অভিনীত

পরিচালনা : নিরঞ্জন পাল

ভীষ্ম

চিত্রজগতের শ্রেষ্ঠ নট-নটীর অপূর্ব্ব
অভিনয় আপনাদের মুগ্ধ করিবে।

পরিচালনা :

জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

শীঘ্রই
আসিতেছে !

ইন্দ্র মুভিটোনের প্রচার বিভাগ হইতে শ্রীঅজিত সেন কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। শ্রীনন্দলাল মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ক্যালকাটা প্রিন্টিং কোং হইতে মুদ্রিত।